দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 29 1999 ...
পৃঃ ৬ কলাম ২

65

যৌনাচার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে? একি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

আদিত্য শাহীন

যৌন হয়রানির মত ন্যক্কারজনক কলঙ্ক থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও পিছিয়ে নেই। গত কয়েক বছরের টুকরো টুকরো প্রেম-উপাখ্যান থেকে অনেক গভীরে গড়ানো ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ছাত্রীদের জন্য এই পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের ক্যাম্পাসও সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ থাকেনি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ন্যক্কারজনক ঘটনা নিয়ে আজ বিভিন্ন প্লাটফরমে আন্দোলন চলছে, সে আন্দোলন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনার আলোকেও ছড়িয়ে পড়াটা অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তরুণ ও মেধাবী শিক্ষকদের রোমান্টিক জীবনের অনেকাংশ স্বার্থক হয়েছে এ ক্যাম্পাস থেকেই- এমন মন্তব্য শোনা গেছে অনার্স প্রথমবর্ষ ও মাস্টার্স লেভেলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকেই। এর মধ্যে অনেক বিষয় কেউই গায়ে মাখেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভাষা বিভাগের মেধাবী ও জনপ্রিয় এক শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর প্রেম অতঃপর পরিণয়ের ঘটনা ঘটে। অবশ্য এই স্বার্থক জুটি যখন দেশের আঙিনা পেরিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশের মাটিতে পা ফেলেছেন, তখন ঘটনাটি একটি সফল ও রসসম্মত উপাখ্যান হিসেবেই ক্যাম্পাসে ছড়িয়েছে। কিন্তু আপত্তি ঘটেছে অন্য ঘটনায়, যা ক্যাম্পাসে আন্দোলন গড়ে তোলার যথেষ্ট যৌক্তিকতা এনেছিল। অন্য একজন ক্ষমতাধর বিবাহিত শিক্ষক সম্প্রতি মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের চতুর্থ তলার নিজ কক্ষে তার এক ঘনিষ্ট ছাত্রীর সাথে যেদিন চূড়ান্ত প্রেম বিনিময়ের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন সেদিন এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে সবার ধারণা পাল্টে যায়। ঐ শিক্ষক তার ঘনিষ্ট ছাত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় হাতেনাতে ধরা পড়ায় পরিস্থিতিটি আপত্তিকর ও বিড়ম্বনার হলেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও ছাত্রদের নমনীয়তায় ঘটনাটি বেশীদূর গড়ায়নি। কিন্তু ঐ শিক্ষকের সুন্দরী স্ত্রীর কানে এ ব্যাপারটি যখন যায়, তখন বৌ-এর হাতে নাকানি-চুবানির হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি। অন্য এক বিভাগের একজন অবিবাহিত শিক্ষকের সাথে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রথমবর্ষের সুন্দরী ছাত্রীর প্রেম নিয়ে ক্যাম্পাসে মোটামুটি গুঞ্জন শোনা যায়; স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ জুটি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। অপর এক বিভাগের জনৈক সহকারী অধ্যাপক কুষ্টিয়ার উর্ধ্বতন এক সরকারী কর্মকর্তার চল্লিশোর্ধ স্ত্রী চার সন্তানের জননীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে তারা এক অজানার পথে পাড়ি জমিয়ে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। এ ঘটনার পর ঐ সরকারী কর্মকর্তা বৌ হারিয়ে পাগলপ্রায় হয়ে জেলার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও জেলা প্রশাসনের নিকট বিচার প্রার্থী হয়ে দীর্ঘদিন পর বৌ ফিরে পান। একই বিভাগের প্রথমবর্ষের জনৈক ছাত্রী বোরকা পরিহিত অবস্থায় কুষ্টিয়ার একটি আবাসিক হোটেলে স্বামী পরিচয় দিয়ে এক যুবকের সাথে দিনে-দুপুরে অবলীলায় মত্ত থাকা অবস্থায় পুলিশ হাতেনাতে ধরেছিল। একমাত্র মহিলা হলে সমকামিতার মুখরোচক খবর পাওয়া গেছে। জনৈক সিনিয়র ছাত্রী প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর উপরে প্রভাবে খাটিয়ে সমকামিতায় বাধ্য করার ঘটনায় এ ক্যাম্পাসে দারুণ রস জোগায়। এ পরিস্থিতি আপত্তিকর পর্যায়ে না গড়াক- এমন আশা করে ছাত্র-ছাত্রী ও সচেতন মহল। কারণ সবাই চান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যেন কোন বিস্ফোরণ না হয়। পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কয়েকজন ছাত্রী তরুণ ও সুদর্শন শিক্ষকের সাথে দূরবর্তী কোন নিরাপদ স্থানে সংক্ষিপ্ত লিভিং টুগেদারের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে বলেও ছাত্রী মহলে চাপা গুঞ্জন ও রসময় আলোচনার ঝড় রয়েছে। এসব ঘটন-অঘটনের ফাঁক দিয়েও অনেক উপাখ্যান জমা হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে বেড়ে ওঠা উলুবনের ভেতর ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যকার প্রেমময় কয়েকটি জুটির আপত্তিকর ঘটনা ধরা পড়ার খবর ক্যাম্পাস তথা কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের মানুষের কমবেশী জানা রয়েছে। সুযোগ-সন্ধানী কয়েকজন শিক্ষক ইতোমধ্যে সুন্দরী ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন বলে গুঞ্জন উঠেছে। এর মধ্যে সফলকাম কয়েকজন শিক্ষকের শুভ পরিণয় খুব শীঘ্রই আশা করা যাচ্ছে। সম্পর্ক যতই প্রেমের হোক, ধরা পড়ার পর তা যৌন হয়রানির আওতায় পড়বে- এতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইই চলুক না কেন, 'ইসলামী' বিশ্ববিদ্যালয়ে এহেন ঘটনা আপত্তিকর নয়। এই প্রতিবেদনে কোন ভুল তথ্য থেকে থাকলে, সেজন্য দুঃখিত।